পলিসি ব্রিফ
#১৪৬-৭/২০২৪
ডিসেম্বর ২০২৪

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"নতুন বাংলাদেশ"

বাংলাদেশ পুলিশ-এর কার্যক্রমে সুশাসন ও শুদ্ধাচার

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘নতুন বাংলাদেশ’: বাংলাদেশ পুলিশ-এর কার্যক্রমে সুশাসন ও শুদ্ধাচার

পলিসি ব্রিফ

প্রেক্ষাপট

সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহে নজিরবিহীন রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে কর্তৃত্ববাদী সরকারের পতন ঘটে। যার পরিপ্রেক্ষিতে ৮ আগস্ট ২০২৪ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের কাছে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকারী ছাত্র-জনতার মূল প্রত্যাশা একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, দুর্নীতিমুক্ত ও বৈষম্যহীন “নতুন বাংলাদেশ” গড়ার উপযোগী রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিবেশ তৈরি করা। এই “নতুন বাংলাদেশে” রাষ্ট্র সংস্কার ও জাতীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মূল অভীষ্ট ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে সংঘটিত বহুমাত্রিক দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় সম্পদ আত্মসাৎ ও অর্থপাচারসহ বহুমুখী দুর্বৃত্তায়নের বিচারহীনতার মূলোৎপাটন করা। এই অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের আমূল সংস্কারের পাশাপাশি দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা জোরদার করতে গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজন ও সাধারণ জনগণ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপযোগী পরিবেশ অপরিহার্য। একই সাথে কার্যকরভাবে দুর্নীতির নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্র পরিচালনা কাঠামোকে দলীয়করণ ও পেশাগত দেউলিয়াপনা থেকে উদ্ধার করা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

আইনের শাসন সমুন্নত রাখা, সকল নাগরিকের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, অপরাধ চিহ্নিত ও প্রতিরোধ করা, আইন লঙ্ঘনকারীকে বিচারের আওতায় আনা, এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা বাংলাদেশ পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু আইনি সীমাবদ্ধতা, অবাধ রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, ব্যাপক দলীয়করণ, সংঘটিত অপরাধের দায়মুক্তি এবং জবাবদিহির ঘাটতির ফলে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার, ঘুষ, চাঁদাবাজি, নির্যাতন, গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ বহুমুখী অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। বিগত বছরগুলোতে পুলিশকে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং রাজনৈতিক নিপীড়নের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা বাংলাদেশ পুলিশকে একটি অপেশাদার, জনবিচ্ছিন্ন, অপরাধপ্রবণ ও অনিয়ম-দুর্নীতিতে নিমজ্জিত সংস্থায় পরিণত করেছে। বিশেষ করে কর্তৃত্ববাদী সরকারের সহযোগী হিসেবে পুলিশ কর্তৃক দমন-পীড়ন, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অতিরিক্ত বল প্রয়োগ ও হত্যার ন্যাক্কারজনক দৃষ্টান্ত বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে লক্ষ করা যায়। কর্তৃত্ববাদী সরকার পতনের পর বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনসহ বিগত সময়ে পুলিশের নিপীড়নমূলক ভূমিকা, বিবিধ অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনসহ দেশের নাগরিকের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে ছাত্র-জনতার রাষ্ট্র সংস্কারের এই আন্দোলনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা হিসেবে বাংলাদেশ পুলিশের সংস্কারের দাবি সামনে চলে আসে। ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জনমুখী, জবাবদিহিমূলক, দক্ষ ও নিরপেক্ষ পুলিশ বাহিনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘পুলিশ সংস্কার কমিশন’ গঠন করেছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে, যার মধ্যে বাংলাদেশ পুলিশ অন্যতম। টিআইবি পরিচালিত ‘সেবাখাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপে’ বাংলাদেশ পুলিশ নিয়মিতভাবে শীর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত খাতগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। “নতুন বাংলাদেশ” বিনির্মাণে প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশ পুলিশকে দুর্নীতিমুক্ত, জবাবদিহিমূলক, দলীয় প্রভাবমুক্ত, দক্ষ, পেশাদার ও জনমুখী সেবাদানকারী সংস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে টিআইবি নিম্নোক্ত সুপারিশমালা প্রস্তাব করছে।

সুপারিশমালা

আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

১. ‘খসড়া পুলিশ অধ্যাদেশ, ২০০৭ ও ২০১৩’ - এর ইতিবাচক দিকগুলি বিবেচনায় নিয়ে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে একটি যুগোপযোগী ‘পুলিশ আইন’ প্রণয়ন করতে হবে। এই নতুন ‘পুলিশ আইনের’ আলোকে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

২. পুলিশ সেবাকে নির্বাহী বিভাগ/সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে এবং আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে স্বাধীন ‘পুলিশ সার্ভিস কমিশন’ গঠন করতে হবে। এই কমিশনের কার্যপরিধির আওতায় থাকবে-

- বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান, কৌশল, কর্মপরিকল্পনা ইত্যাদি নিয়মিত পর্যালোচনা ও সময়োপযোগী সংস্কার করা;

- বাংলাদেশ পুলিশের প্রধানসহ সকল পুলিশ সদস্য এবং অন্যান্য সহায়ক জনবল নিয়োগ, পদোন্নতি, পদায়ন, বদলি এবং এসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকি করা;
- বাংলাদেশ পুলিশের অভ্যন্তরীণ তদারকি এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা;
- সকল প্রকার পেশাগত প্রশিক্ষণ ও উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করা;
- বেতনক্রম, ঝুঁকি ভাতা, রেশন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করা;
- অপরাধের ধরন, গতি প্রকৃতি ও অপরাধ সংঘটনের হার ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

৩. পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন ও পরবর্তী পর্যায়ে সরকার কর্তৃক গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমের আলোকে 'বাংলাদেশ পুলিশ স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান' প্রণয়ন করতে হবে এবং এর যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে একটি স্বতন্ত্র 'অভিযোগ নিষ্পত্তি দপ্তর/কর্তৃপক্ষ (ইনডিপেন্ডেন্ট অফিস/অথরিটি ফর পুলিশ কনডাক্ট)' প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই দপ্তর পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনিয়ম-দুর্নীতি, অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিযোগ গ্রহণ, অভিযোগের তদন্ত ও তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ সার্ভিস কমিশন এবং বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনালে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করবে।

৫. পুলিশ সদস্য কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ বিচার বিভাগীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন করতে হবে।

৬. অভিযোগ দাখিল প্রক্রিয়া সহজীকরণে জনসাধারণের জন্য টোল-ফ্রি হটলাইন ও ওয়েবসাইট চালু করতে হবে। বাংলাদেশ পুলিশ সদস্য কর্তৃক সংঘটিত অপরাধের ধরন, শাস্তির ধরন ও শাস্তিপ্রাপ্ত পুলিশ সদস্যদের তথ্য নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৭. ছাত্র-জনতার আন্দোলনসহ বিভিন্ন সময়ে পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও মানবাধিকার লঙ্ঘন, অপরাধমূলক কার্যক্রম, ঘুষ ও চাঁদাবাজিসহ অনিয়ম-দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৮. র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিলুপ্ত করতে হবে এবং র‍্যাব সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম ও অন্যান্য মানবাধিকার লঙ্ঘন, অনিয়ম-দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের তদন্তপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন, কর্মসূচি, মিছিল, সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ ইত্যাদি ক্ষেত্রে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বল প্রয়োগে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ করতে হবে। এসকল ক্ষেত্রে সকল ধরনের প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

১০. পার্বত্য চট্টগ্রামে থানা ও ফাড়ি পর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের পদায়নের ক্ষেত্রে পুলিশের আদিবাসী সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১১. 'নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১৩' সংশোধন করে 'নির্যাতনের' সংজ্ঞার ক্ষেত্রে 'মানসিক নির্যাতন'-এর বিষয়টি সুস্পষ্ট করে অধিভুক্ত করতে হবে। হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতন রোধে সংশোধিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

১২. সন্দেহজনক নাগরিকদের নির্বিচারে পরোয়ানা ছাড়া গ্রেপ্তার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদসংক্রান্ত "ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮" এর ৫৪ ও ১৬৭ ধারার অপব্যবহার রোধে উচ্চ আদালতের নির্দেশাবলীর যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. মেট্রোপলিটন, জেলা ও থানা পর্যায়ের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে পদায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডভিত্তিক 'ফিট লিস্ট' তৈরি করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পুলিশ সদস্যদের পদায়ন করতে হবে। ফিট লিস্টের মানদণ্ড নির্ধারণে সততা ও নিষ্ঠার সাথে পেশাগত দায়িত্ব পালন, কর্মক্ষেত্রে মেধা ও দক্ষতার পরিচয় দেওয়া, আইনবহির্ভূত ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকা (অনিয়ম-দুর্নীতি, নির্যাতন, গুম, খুন ইত্যাদি), অতিরিক্ত বল প্রয়োগ না করা, মানবাধিকার রক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে। বদলি ও পদায়নের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ইউনিটে (সিআইডি, এসবি, নৌ-পুলিশ ইত্যাদি) কাজের ক্ষেত্রে পুলিশ সদস্যদের দক্ষতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইউনিটে নিযুক্ত রাখতে হবে।

১৪. কার্যপরিধি, এলাকার ভৌগোলিক আয়তন, জনসংখ্যা ও সেবার চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুলিশের থানা, জেলা ও মেট্রোপলিটন ইউনিটগুলোতে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি করতে হবে।

১৫. পুলিশ সদস্যদের জন্য মাঠ পর্যায়ে পর্যাপ্ত অফিস পরিসর, কক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জিপিএস ট্র্যাকার সংবলিত যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যমান যানবাহন রক্ষণাবেক্ষণ ও জ্বালানির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। পুলিশের টহল ও দাপ্তরিক কাজের জন্য বরাদ্দকৃত যানবাহন ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

১৬. পুলিশ সদস্যদের বাস্তবসম্মত অধিকাল (ওভারটাইম) ও ঝুঁকি ভাতা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় আবাসন-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। দায়িত্ব পালনকালে নিহত ও আহত পুলিশ সদস্য বা তাদের পরিবারকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

১৭. ভেরিফিকেশন সম্পর্কিত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিশেষ শাখার (এসবি) সদস্যদের প্রয়োজনীয় যাতায়াত ভাতা প্রদান করতে হবে।

১৮. অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নে ডিজিটাল ফাইলিং এবং অনলাইন মামলা নিবন্ধনসহ ডিজিটাল অপরাধ তথ্যভাণ্ডার তৈরি করতে হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে "তুলনামূলক অপরাধ পরিসংখ্যান" প্রণয়ন ব্যবস্থা সংস্কার করতে হবে।

১৯. বাংলাদেশ পুলিশের সেবা কার্যক্রমকে প্রতিবন্ধীতাসহ ব্যক্তি, নারী ও শিশুবান্ধব করতে প্রত্যেকটি উপজেলা, জেলা ও মেট্রোপলিটন এলাকায় "ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার" ও "ভিকটিম সার্পোট সেন্টার" প্রতিষ্ঠা করতে হবে। প্রতিটি থানা কার্যালয়ে "নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী হেল্প ডেস্ক" প্রতিষ্ঠা এবং কার্যক্রম নিশ্চিত করতে হবে।

২০. পুলিশ সদস্যদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে আরও সেবাধর্মী ও জনকল্যাণমুখী করতে মানবাধিকার ও শুদ্ধাচার সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেইসাথে বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমী, পুলিশ স্টাফ কলেজ বাংলাদেশসহ পুলিশের সকল প্রশিক্ষণ ইউনিটের কার্যক্রমের আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করতে হবে।

২১. কমিউনিটি পুলিশিং-এর কার্যক্রমকে জোরদার করতে হবে এবং তার নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি পুলিশ কার্যক্রমে জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষার্থীদের পর্যায়ভিত্তিক অংশগ্রহণের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

জবাবদিহি

২২. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে মাঠ পর্যায়ের সদস্যদের দায়িত্ব পালনকালে 'শরীরে ধারণকৃত ক্যামেরা' (body worn camera) পরিধান বাধ্যতামূলক এবং প্রতিটি কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম 'সিসিটিভি ক্যামেরা' দ্বারা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ ও তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. 'সোর্স মানি' প্রদানসহ পুলিশের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে নিয়মিত আর্থিক নিরীক্ষা সম্পাদন করতে হবে।

২৪. 'রেকার বিল'সহ সকল জরিমানা পজ মেশিনের মাধ্যমে সংগ্রহ করতে হবে এবং ট্রাফিক সদস্যদের মামলা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়ার চর্চা বন্ধ করতে হবে।

২৫. পুলিশের সকল সদস্য ও তাদের পরিবারের সকলের সম্পদের বিবরণী নিয়মিত বাৎসরিক ভিত্তিতে জমা ও হালনাগাদ করতে হবে। জমাকৃত সম্পদ বিবরণী যাচাইয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এবং কোনো প্রকার অসঙ্গতি পাওয়া গেলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২৬. গণশুনানিসহ সামাজিক জবাদিহিমূলক কার্যক্রম ('ওপেন হাউজ ডে', জনসংযোগ সভা, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, অপরাধ বিরোধী সভা) আরও জোরদার করতে হবে। শুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরসন এবং এ সম্পর্কিত তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচার চর্চা

২৭. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার আলোকে পুলিশ সদস্যদের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করতে হবে।

২৮. পুলিশ সদস্যদের বাৎসরিক ছুটি মঞ্জুর ও রেশন সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধ করতে হবে।

২৯. পুলিশ সদস্যদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে অভিযোগকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১' ও 'জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) বিধিমালা, ২০১৭' এর যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩০. 'অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট, ১৯২৩' বাতিল করতে হবে।

তথ্য প্রকাশ

৩১. পুলিশের জাতীয় ও মাঠপর্যায়ের সকল কার্যালয়ে 'নাগরিক সনদ বা সিটিজেন চার্টার' দৃশ্যমান স্থানে স্থাপন করতে হবে।

৩২. পুলিশের সকল সেবায় জনগণের অভিগম্যতা সহজতর, দ্রুততর এবং দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান মোবাইলভিত্তিক অ্যাপসগুলোর সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধি করতে হবে। প্রচারণা বৃদ্ধির মাধ্যমে পুলিশের অনলাইনভিত্তিক সেবা সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে হবে।

৩৩. পুলিশের সকল ইউনিটের ওয়েবসাইটে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বিধিমালা অনুসরণ করে সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

৩৪. সেবাভিত্তিক ‘রেসপন্স টাইম (আরটি)’ নির্ধারণ করে তা প্রকাশ করতে হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান সম্ভব না হলে কারণ উল্লেখসহ সেবাগ্রহীতাকে অবহিত করতে হবে।

বিবিধ

৩৫. বাংলাদেশ পুলিশের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করা ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক ও চাহিদা সৃষ্টিকারী কর্মসূচি পরিচালনা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে স্থানীয় অংশীজনদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (লেভেল ৪ ও ৫), বাড়ি-০৫, সড়ক-১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৬৭-৭০, ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪১০২১২৭২
E-mail: info@ti-bangladesh.org, Website: www.ti-bangladesh.org, Facebook: TIBangladesh